টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd. No. C. 853

শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

১। অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত 'একটি মোরগের কাহিনী'—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ২। নবম হইতে একাদশ শ্রেণী "হিন্দু-মুসলীম যুদ্ধ"—নজরুল ইসলাম ৩। সর্ব্বসাধারণের জন্য 'নমস্কার'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম দিবার শেষ তারিখ—১৫ই নভেম্বর, ১৯৭২

শ্রীমদনমোহন সাহা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর

৫৯শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১লা নভেম্বর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

জঙ্গিপুর মহকুমায় গঙ্গার সর্ব্বনাশা ভাঙ্গন

শত শত পরিবার নিরাশ্রয়

নিমতিতার অস্তিত্ব লুপ্ত হবার সম্ভাবনা

নিমতিতা, ২৮শে অক্টোবর—এ বছর জঙ্গিপুর মহকুমার সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় গঙ্গার সর্ব্বনাশা ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছে। লোহরপুর হতে নিমতিতা পর্য্যন্ত দীর্ঘ চার মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে দুর্গাপুর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শিবনগর গ্রামের যা অবশিষ্ট ছিল তা এখন গঙ্গাগর্ভে। বর্ত্তমানে গঙ্গা নিমতিতার দ্বারদেশে।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত শত পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে একটু আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি করছে। অনেক পরিবার অনাহারে, অনিদ্রায় পরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অদৃষ্টের সাথে যুঝছে।

ভাঙ্গন এইভাবে চলতে থাকলে ঐতিহ্যপূর্ণ নিমতিতার অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। ভাঙ্গন যদি রোধ করা না হয় তবে ৩/৪ মাসের মধ্যেই রেল-লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কয়েক দিন আগে জেলার তিনজন কংগ্রেসী এম, এল, এ এই ভয়াবহ ভাঙ্গন স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি না দেন তাহলে শত শত পরিবার উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে এটা সুনিশ্চিত। ভাঙ্গনের মুখে (অরঙ্গাবাদের মত) যদি পাথর দেওয়া হয় তাহলে গঙ্গার গতি অন্য দিকে বহে যাওয়ার সম্ভাবনা। পাথর (বোল্ডার) দিতে বিলম্ব হলে লহলামারি, গুড়িপাড়া, নিমতিতা, জগতাই অচিরে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। জেলা অধিকর্ত্তার সরজমিনে আসা দরকার। রাজ্য সরকারের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

॥ কুখ্যাত ডাকাতদল ধৃত ॥

ফরাক্কা, ২৮শে অক্টোবর—গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে গঙ্গানদীবক্ষে ডাকাতদলের সাথে নৌকার মাঝি এবং গ্রামবাসীদের মিলিত শক্তির এক ঘণ্টা লড়াই চললে ছ-জন ডাকাত ধরা পড়ে, তন্মধ্যে তিনজন ডাকাত সাংঘাতিক জখম হয়। হাসপাতালে (বেনিয়াগ্রাম) নীত হওয়ার পর সহু মণ্ডল নামে এক কুখ্যাত ডাকাত মারা যায়। দলের নেতা নারায়ণ মণ্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের বহরমপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকাশ, নয়নসুখের সামনে গঙ্গানদীবক্ষে নৌকার সাহায্যে মাছধরা জেলেদের আক্রমণ করে লুঠতরাজ এবং মারধর করার সময় আর্ত্ত চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ নৌকাযোগে তাদের সাহায্যার্থে ছুটে যায়। লড়াই চলে এক ঘণ্টা। ডাকাতদল ধরা পড়ে। পরে গ্রামবাসীগণ মাঝিদের সাহায্যে প্রচণ্ড ধোলাই দেয়। সহু মণ্ডল মারা যায় হাসপাতালে। এই দলের দৌরাত্ম্যে চর এলাকার গ্রামবাসীগণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই দলের বিরুদ্ধে ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই এবং লুঠতরাজের অভিযোগ আছে গত ১৯৬৯ সাল থেকে।

॥ মেলেনি উত্তর ॥

ফরাক্কা, ২৮শে অক্টোবর—গত ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা ব্যারেজের জেনারেল হাসপাতালের অভ্যন্তরে জন-সাধারণের জন্য দশ শয্যাবিশিষ্ট একটি ওয়ারডের উদ্বোধন করেছেন। গত ৩রা জুন এখানে প্রদত্ত শ্রীপাঁজার আশ্বাসে ১৫ই আগষ্ট এই ওয়ারডটি খোলা হয়। প্রদত্ত আশ্বাস সত্ত্বেও দু-মাস অতিক্রান্ত হলেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এখনো প্রয়োজনীয় কোন ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্ম্মী পাঠাতে পারেন নি। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাঁজার বক্তব্য—কোন চিকিৎসক এখানে স্বেচ্ছায় আসতে চাইছেন না। কিন্তু কেন? পরিষ্কার জবাব মেলেনি। ধোঁয়াটে উত্তর—চেষ্টা হচ্ছে, পেলেই শিগ্‌গির পাঠিয়ে দেয়া হবে। অগত্যা ব্যারেজের ডাক্তার এবং কর্ম্মী দিয়ে কাজ সারা হচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

অনার্স পড়িবার সুযোগ কম

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরবাসী এবং জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ সকলেই রূপার চামচা মুখে দিয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, বরং এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গুণিতে পারা যায়। বেশীর ভাগ লোকই হয় সাধারণ স্তরের চাকুরিয়া, নয় ত ছোট ব্যবসায়ী বা সাধারণ চাষী। এক কথায়, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সম্পন্ন অবস্থার বলা চলে না। তাঁহারা কায়ক্লেশে কোন রকমে হাতে মুখে জীবন যাপন করেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদান ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা তাঁহারা করিয়া থাকেন। ধনী মা-বাবারা তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা-দানের জন্য কোথায় পাঠাইবেন, সে বিষয়ে আর্থিক কোন উদ্বেগ থাকিবার কথা নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের চিন্তাভাবনা এই দিক দিয়া খুবই বেশী। কলেজের শিক্ষা পুত্রকন্যাদের দিবার জন্য তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের বাহিরে পাঠাইতে অক্ষম। সে দিক দিয়া এই শহরের জঙ্গিপুর কলেজ এবং অরঙ্গাবাদ কলেজ জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। কিন্তু এই কলেজ দুইটির আরও ভূমিকা রহিয়াছে।

জঙ্গিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫০ সাল। অরঙ্গাবাদ কলেজ তাহার পরে স্থাপিত হয়। তুলনায় শেষোক্ত কলেজটি অর্বাচীন কালের। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই কলেজ দুইটিতে সকল বিষয়ে অনার্স পড়ানর ব্যবস্থা হয় নাই। বয়সের হিসাবে জঙ্গিপুর কলেজ বর্ষীয়ান্ হইলেও অনার্স পড়ানর তেমন সুযোগ এই কলেজ এখনও দিতে পারিল না—উহা পরিতাপের বিষয়। এ পর্যন্ত এখানে ইতিহাস, পোলিটিক্যাল সায়েন্স ও বাংলায় অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র, গণিত, সংস্কৃত, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলির অনার্স-বিভাগ খোলার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তাহার ফলে প্রতি বৎসর অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের এক বিরাট ভাবনা আসিয়া পড়িতেছে, মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের। কারণ এই শ্রেণীর ছাত্রেরা যাহারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী অথচ দরিদ্র, তাহারা বাড়ীর খাইয়া কলেজে অনার্স পড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং সাধারণ-গ্রাজুয়েট হইতেছে ও জীবনকে এক রকম পঙ্গু করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে। অভিভাবকেরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাহিরের কলেজে তাহাদের পাঠাইয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ দিতে পারিতেছেন না।

সুখের কথা, অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল-নিবারণচন্দ্র কলেজে কমার্সের সান্ধ্য-অধ্যাপনা হইতেছে। ইহাতে সকলে উপকৃত না হইলেও তত্রত্য অঞ্চলের উপকার হইতেছে—ইহা অনস্বীকার্য। এখানে দিবাভাগের ক্লাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং সান্ধ্য ক্লাসের বাণিজ্য শাখায় অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে অনার্স খোলা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে অনার্স খোলার জন্য কোন আর্থিক অসুবিধা এই কলেজে থাকার কথা নয় তাহা কলেজের নাম দেখিয়াই বুঝা যায়।

প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, জঙ্গিপুর কলেজে সব বিষয়ে অনার্স খুলিবার বাধা কোথায়? প্রথম কথা দেখা দিতে পারে—বেসরকারী উদ্যোগে আর্থিক সংস্থানের বিষয়টি। ইহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। কিন্তু 'চাঁদা দিন' বলিয়া ঘুরিয়া সে অর্থ সংগ্রহের আশা সুদূরপরাহত। তাহার জন্য অন্য স্তরের উদ্যোগ থাকা চাই। আমরা মনে করি, এই মহকুমায় বহু জিনিসের লাইসেন্সধারী ব্যক্তি আছেন—যেমন বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, মোটরবাস, ট্রাক, তেজারতি কারবার এবং বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়-লাইসেন্স। এইগুলি প্রতি বৎসর নবীকরণের প্রয়োজন হয়। একটু সদিচ্ছা লইয়া সংশ্লিষ্ট মহলে আবেদন করিলে উক্ত লাইসেন্সগুলি নবীকরণের সময় কিছু কিছু যে পাওয়া যাইবে না, আমরা তাহা মনে করি না আর এই আয় ত প্রতি বৎসরই হইতে পারে। সুতরাং আর্থিক সমস্যার আংশিক সমাধান হয়ত এইভাবে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মহকুমার বড় বড় জোতদার ও বড় বড় ব্যবসায়ী কিছুটা অংশ বহন করিতে পারেন। আমরা জঙ্গিপুর কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের কাছে এই সম্পর্কে আবেদন রাখিতেছি। অপর দিকের কথা, কলেজে প্রধান প্রধান বিষয়ে অনার্স খুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষাদপ্তরের স্তরে যদি কোন জট থাকে, সে গর্ডনীয় গ্রন্থি মোচনের চেষ্টা করিতে কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

মোট কথা, জঙ্গিপুর কলেজ যদি বিভিন্ন প্রধান বিষয়গুলির অনার্স খুলিতে না পারে, তবে মেধাবী ছাত্রেরা ক্রমশই এখান হইতে বিদায় লইবে এবং তাহাতে কলেজের মানোন্নতি ঘটিবে না।

বিজ্ঞপ্তি
জংগীপুর রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন

(রেজিঃ নং এস, ৯৩১৮/১৯৬৮-৬৯)

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এসোসিয়েশনের নিয়মাবলীর ৪নং ধারানুযায়ী আগামী ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সমিতির প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইবে। তৎপরে ঐ সাধারণ সভ্যগণ হইতেই সমিতির গভর্নিং বডি গঠিত হইবে। এ কারণ যাঁহারা ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম দেয় (২০০০) কুড়ি টাকা চাঁদা জমা দিবেন তাঁহারাই আগামী বৎসরের জন্য (১৯৭৩) সমিতির সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন। সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য মুদ্রিত আবেদন-পত্র সমিতির সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীদেবীরতন নাথ মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। মুদ্রিত আবেদন-পত্র যথারীতি পূরণ করিয়া তৎসহ দেয় কুড়ি টাকা কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট জমা দিলে তিনি সমিতির রসিদ দ্বারা উহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন। ইতি—২৩/১০/৭২

শ্রীরোহিণীকুমার রায়, সম্পাদক

জঙ্গিপুরের কড়চা

॥ জীবন যখন শুকায়ে যায়·········॥

এবারের পূজায় গ্রামবাংলার পূজামণ্ডপগুলিতে ঢাকের বাদ্যিতে মানুষের মনের আনন্দের সুর বেজে উঠেনি। জোর কাঠিতে আনন্দের ভৈরবী না বেজে বেদনার বেসুরো বেহাগ বেজেছে, বেজেছে সানাই-এ কারুণ্যের সুর, বেজেছে কাঁসিতে অভাবের সুর। সাধারণতঃ শরতের সবুজ ক্ষেতের শ্যাম সমারোহ মাতৃমূর্তি উপাসক গ্রামের মানুষের চোখে জাগিয়ে তোলে হেমন্তের সোনালী ফসলের স্বপ্ন। উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন বিভোর শত শত মানুষ তাই চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উপভোগ করে উৎসবের আনন্দ, মনে মনে ধ্যান করে করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি। এবারের উৎসবে কিন্তু আনন্দের বেশ কম। মানুষের মনে আনন্দ নাই। তাদের মনোভূমিতে উপ্ত আশার চারাও দিন দিন বিশুষ্ক হয়ে পড়ছে। তাদের চোখের সামনে মাঠের সবুজ রং তামাটে হয়ে যাচ্ছে। গর্ভবতী ধানের চারা প্রাণশক্তি জলের অভাবে শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। গ্রামবাংলার মাঠে মাঠে আজ চরম জলাভাব। ক্ষেতের বুক ফেটে চৌচির। কি দুরবস্থা এ অঞ্চলের অধিকাংশ মাঠের। সর্ব্বস্বান্ত চাষী-কৃষকের চোখে আজ দারুণ নৈরাশ্যের ছাপ। হৃদয় তাদের ভাবী দিনের দুঃস্বপ্নে বিধুর। জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে এবার খরার নিরঙ্কুশ আধিপত্য। তাকানো যায় না মাঠের দিকে। বর্ষায়-শরতে এমন মরুমায়ার সকরুণ রূপ এমন একটা বুঝি স্মরণকালের মধ্যে দেখা গেছে বলে জানা যায় না। অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে পুকুরের জল সেচ দিয়ে অথবা ক্যানেল অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে ক্যানেলের জল দিয়ে যে সমস্ত চাষীরা কোন প্রকারে ধান পুঁতে ছিলেন সে সব অঞ্চলেও দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড জলাভাব। ধানগাছ শুকাতে শুরু করেছে। পুকুরে এমন জল নাই যা দিয়েও প্রাণ বাঁচান সম্ভব। ক্যানেলের জলের জন্যও অনেক আবেদন নিবেদন করেও আশানুরূপ ফললাভ হয়নি।

এই মহকুমার অধিকাংশ গ্রামের মাঠে গেলে দেখতে পাওয়া যায়—মাঠের বেদনাভরা রূপ, শুনতে পাওয়া যায় মনের নিভৃতে শুকনো গাছের কান্নার সুর। কড়চায় যখন পল্লীর মাঠের এ কারুণ্যভরা দুর্দ্দশার কথা লিখছিলাম তখন দেখি আকাশটা মেঘে আচ্ছন্ন। তারপরে নেমেছে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি। কিন্তু মাঠের বুকে যে মরুর তৃষ্ণা তা কি ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতে শান্ত হবে?

——

॥ সংবাদ-পরিক্রমা ॥

সাগর-দীঘি প্রসঙ্গ

ঐতিহাসিক সাগর-দীঘি দীর্ঘদিনের অযত্নে আজ বুজে যেতে চলেছে। অথচ এই দীঘির সংস্কার করলে প্রায় ৫০০ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব। এ কথা বলেছিলেন ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীলকুমার ধারা।

২৪৫ বিঘা (৮১ একর ৬০ শতক) জমিতে এই দীঘিটি অবস্থান করছে শুধুই কচুরিপানা নিয়ে। বর্ত্তমানে এর মালিক হচ্ছেন বহরমপুর থানার রাঙ্গামাটি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র শ্রীসহদেব মণ্ডল। এই দীঘির সংস্কারের জন্য স্থানীয় শ্রীবৈজনাথ ভকত অনেক লেখালেখি করেছেন। তৎকালীন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জ্জীর কাছে তিনি মৎস্যচাষ এবং সেচের জন্য আবেদন জানান কিন্তু কোন ফল হয়নি। গত ২৭শে আগষ্ট এ ব্যাপারে বর্ত্তমান কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি স্বচক্ষে এই দীঘির দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা আশা করি বর্ত্তমান সরকার এই দীঘিটির সংস্কারের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ এবং জলসেচের ব্যবস্থা করবেন।

অবহেলিত ষ্টেশন প্রসঙ্গ

বর্ত্তমানে অনেক ছোট ছোট ষ্টেশনের যখন উন্নতিসাধন করা হচ্ছে তখন পূর্ব রেলপথের সাগরদীঘি রেল-ষ্টেশনটি আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। অথচ এই এলাকার মধ্যে এই ষ্টেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন। এখানে প্রতিদিন অনেক যাত্রী যাতায়াত করেন। কিন্তু শেডের অভাবে তাদেরকে জল-ঝড়-রোদ মাথায় নিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে মঙ্গলবার হাটের দিন হাজার হাজার যাত্রীর দুঃখ-কষ্ট অবর্ণনীয়। তবে সুখের বিষয়, শোনা যাচ্ছে অনতিবিলম্বে এই ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হবে। বর্ত্তমানে দুইটি প্ল্যাটফর্মে একটি মাত্র কাঁচভাঙ্গা ল্যাম্প অমাবস্যার রাতে টিম টিম করে জ্বলে। পূর্ণিমার রাত্রে আলোর কোন বালাই থাকে না। এই ষ্টেশন থেকে বিভিন্ন মরশুমের পণ্য বাইরে চালান যায়। সুতরাং রেলকর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে একটি শেড নির্ম্মাণ করা। এ ব্যাপারে স্থানীয় এম, এল, এ এবং জঙ্গিপুরের এম, পি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাবালিকা অপহরণ ও তারপর

ফরাক্কা, ২৮ অক্টোবর—এখানকার এক শিখ পানজাবীর অবিবাহিতা নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে বাংলাদেশ পাচার করবার উদ্দেশ্যে মালদহের এক গ্রামে রাত্রি বাস করবার সময় স্থানীয় পুলিশ হানা দিয়ে এখানকার দেলওয়ারপুর গ্রামের এক যুবক আইনুল হককে গ্রেফ্তার করে। বালিকাটিকেও উদ্ধার করা হয় এবং আশ্রয়দাত্রী বিধবা মহিলাকেও পুলিশ গ্রেফ্তার করে। সকলকে জঙ্গিপুর কোর্টে হাজির করা হয়। জামিনে বালিকাকে তার পিতামাতার হেফাজতে ফেরত দেয়া হয়। এ সম্পর্কে বিন্দুগ্রামের বীরেন মণ্ডলকেও গ্রেফ্তার করা হয়। এরা কেউই এখনো জামিন পায়নি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

আহ্বান / মঃ শামস্থলআলম সরদার

(বাংলাদেশ)

আর কতকাল রইবে দাঁড়ায়ে সাগরতীরে ;
আর কতকাল ভাসাবে বক্ষ নয়ন-নীরে ?
ফিরে এসো পাখী ফিরে এসো নীড়ে ফেলিয়া চর
তোমারি লাগিয়া অতি সযতনে বেঁধেছি ঘর।

কিসের লাগিয়া রয়েছো দাঁড়ায়ে সাগরের বেলাভূমে ?
কত ঢেউ গেল বিষাদে ফিরিয়া ও তুটি চরণ চুমে
যে গেছে সে যাক্ চলে, তার স্মৃতি যাও মাড়িয়ে
নতুন যে এলো তারে টেনে নাও কোমল দুবাহু বাড়িয়ে।

দ্বিধার আঁচল দাওগো সরায়ে হৃদয় হতে
মনের আকাশে উঠুক রবি নতুন প্রাতে
আধো আধো লাজে আধো আধো সাজে ছড়াও আলো
মনের কুসুম ফুটিয়ে নিজেরে বিকশি তোলো।

শ্রাবণের রাত পার হয়ে গেল ভাদরের কোলাহলে
ভরা যৌবন উছলিয়া উঠে নদীর দুকূল ঠেলে
এবার তাহলে এসো প্রিয়তমে চঞ্চল নদীজলে
হংস-মরালে জলকেলী করি জলতরঙ্গে দুলে।

কেন এই মান – এত অভিমান কিসের লাগি
তোমার দুয়ারে রয়েছি দাঁড়ায়ে করুণা মাগি'
কথা কও তুমি ফিরে চাও তুমি নয়ন মেলে
একটু মধুর হেসে লও তুলি' তোমার কোলে।

রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের অবর পরিদর্শক কবে আসবেন ?

রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের অবর পরিদর্শক শ্রীঋষিকেশ ঘোষ গত এপ্রিল মাসে স্থানান্তরে বদলি হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজও পর্য্যন্ত এই সার্কেলের জন্য কোন পরিদর্শক আসেন নাই। এই অঞ্চলের দূরদুরান্ত হতে যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজে আসেন তাঁরা অধিকাংশ সময় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। এই অফিসের চার্জ্জে যিনি আছেন তিনিও অফিসে আসেন না। ফলে এই সার্কেল অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলির বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই নভেম্বর, ১৯৭২

৪/৭১ মনি ডিঃ বিষ্ণুপদ চন্দ্র দেঃ আনেশ মহম্মদ সেথ দাবি ২৮৩-৫৭ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাবিলপুর ১-৯৬ শতক জমি আঃ ১৫০৲ খং নং ১০৯৩ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে চর কাবিলপুর ৫২ শতক জমি আঃ ৫০৲ খং নং ৭১

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-86B.

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।